সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৩৪
WEEKLY BOOKLET: 234

ফয়যানে ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পরিচিতি
ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ৭টি ঘটনা
রজবের কুন্ডা
ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ৯টি বাণী

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ফয়যানে ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ(১)

__সাগ্তারের দোয়া:__ **হে মুস্তফার প্রতিপালক!** যে কেউ পুস্তিকা **"ফয়যানে ইমাম জাফর সাদিক"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে সকল সাহাবা ও আহলে বাইতের সত্যিকারের গোলাম বানিয়ে দাও এবং তাকে কিয়ামতের দিন ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর প্রিয় নানাজান **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ নসীব করো। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর দরুদ পড়তে থাকে ফিরিশতাগণ তার উপর রহমত প্রেরণ করতে থাকেন, এখন বান্দার মর্জি কম পড়ুক না বেশি।

(ইবনে মাজাহ, ১/৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯০৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. এই পুস্তিকাটি রজবুল মুরাজ্জব ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ৭ মার্চ ২০২০ এ অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা এবং ১৫ রজবুল মুরাজ্জব ১৪৪১ হিজরী ১০ মার্চ ২০২০ এ ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওরস শরীফে হওয়া আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ানের লিখিত পুষ্পধারা।

গায়েবী আঙ্গুর ও চাদর

হযরত লাইস বিন সা’দ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমি একবার হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে হাজির হলাম। আসরের নামায আদায় করার পর মসজিদে হারামের নিকটবর্তী অবস্থিত জবলে আবি কুবাইস পাহাড়ের দিকে গেলাম। আমি দেখলাম: এক ব্যক্তি বসে বসে এই দোয়া করছিল: “ইয়া রব্বী! ইয়া রব্বী!” এমনকি তার শ্বাস ফুলে গেলো, অতঃপর বলল: “يَا حَيُّ، يَا قَيُّوۡمُ” এমনকি তার শ্বাস ফুলে গেলো। এরপর বলতে লাগল: “يَا رَحۡمٰنُ يَا رَحۡمٰنُ” এমনকি তার শ্বাস ফুলে গেলো। “يَا اَرۡحَمَ الرّٰحِمِيۡن” এর ওযীফা পড়তে রইল এমনকি তার শ্বাস ফুলে গেলো। যখন সে অবসর হলো তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরজ করতে লাগল: “**হে আল্লাহ পাক!** আঙ্গুর খেতে মন চাচ্ছে, আমাকে আঙ্গুল খাওয়াও আর আমার চাদর ফেটে গেছে আমাকে একটি নতুন চাদর দান করো। হযরত লাইছ বিন সাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! তার বাক্য এখনো শেষ হয়নি আমি একটি টুকরি দেখলাম যেটা আঙ্গুর দ্বারা ভরপুর ছিল অথচ ঐদিনগুলোতে আঙ্গুরের মৌসুম ছিল না এবং তার সাথে দুইটি চাদরও ছিল। যখন সে খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল

তো আমি বললাম: "আমিও আপনার অংশিদার যখন আপনি দোয়া করেছিলেন তখন আমি আমিন বলেছিলাম। সে বলল: আসুন, **আল্লাহ পাকের** নাম নিয়ে খান আর কোন জিনিস বাঁচিয়ে রাখবেন না। আমি সামনে অগ্রসর হয়ে আঙ্গুর খাওয়া শুরু করে দিলাম। ঐসব আঙ্গুর সমূহে বিচি ছিল না এবং আমি এরকম মজাদার আঙ্গুর পূর্বে কখনো খায়নি, সুতরাং আমি খুব পেঠ ভরে খেলাম কিন্তু টুকরির মধ্যে থেকে একটুও কম হয়নি। এরপর আমাকে বললেন: এই চাদর সমূহ থেকে যেটা পছন্দ হয় নিয়ে নেন। আমি বললাম: আমার চাদরের প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি বলতে লাগলেন: তুমি কিছুক্ষণের জন্য আড়ালে যাও যাতে আমি এগুলো পরিধান করতে পারি। আমি আড়াল হয়ে গেলাম। তিনি একটি চাদর তেহবন্দ (লুঙ্গি) হিসাবে ব্যবহার করলেন ও অপরটি উপরে জড়িয়ে নিলেন এরপর নিজের অবশিষ্ট চাদর দুইটি তাঁর হাতে নিলেন এবং চলে গেলেন। আমিও তাঁর পিছন পিছন চলতে লাগলাম এই পর্যন্ত যে, যখন তিনি সাফা মারওয়ার স্থানে পৌঁছলেন তখন তার সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলো ও বলতে লাগল: হে **আল্লাহ পাকের** প্রিয় রাসূলের বংশধর! আমাকে পোশাক পরিধান করান, **আল্লাহ** দয়ালু! আপনাকে পোশাক পরিধান করিয়ে দিক। তিনি চাদর দুইটি তাকে দিয়ে

www.dawateislami.net

দিলেন। আমি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম: **আল্লাহ পাক** আপনাকে দয়া করুক, ইনি কে? সে উত্তর দিল: ইনি হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ (অর্থাৎ ইমাম জাফর সাদিক) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। হযরত লাইছ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এরপর আমি তাঁকে অনেক খুজেছি কিন্তু কোথাও পায়নি। তাঁর বিচ্ছেদ আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। (আর রওযুল ফায়িক, ২২৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরে নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নুর কা
তু হে আইনে নুর তেরা সব ঘারানা নুর কা।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আপনারা দেখলেন তো? সায়্যিদগণের মাথার তাজ, হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেমন কারামতের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি আহলে বাইতগণের নয়নমনি, অনেক বড় **আল্লাহ**র অলি এবং প্রবীণ আলিমে দ্বীন ছিলেন।

www.dawateislami.net

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি

শহীদে কারবালা, ইমামে আরশ মকাম, ইমামে হুমাম, সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদূনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পৌপুত্র (নাতির ছেলে) তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদূনা জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র জন্ম ১৭ রবিউল আউয়াল ৮০ বা ৮৩ হিজরী সোমবার শরীফে মদিনায়ে পাকে হয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপনাম আবু আব্দুল্লাহ ও আবু ঈসমাইল আর উপাধি হলো সাদিক, ফাযিল এবং ত্বাহির। (শাওয়াহিদুন নবুওয়ত, ২৪৫ পৃষ্ঠা। শরহে শাজরায়ে কাদেরীয়া, ৫৮ পৃষ্ঠা) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সত্য বলার কারণে "صَادِق" (সত্যবাদী) উপাধি দ্বারা ডাকা হতো। অর্থাৎ তাঁর যেমন নাম ছিল আমলও তেমন মোবারক ছিল।

বংশের মোবারক শাজারা

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানীত আম্মার নাম হযরত বিবি উম্মে ফরওয়া বিনতে কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং তাঁর সম্মানীত পিতার নাম মোবারক হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের বিন আলী যয়নুল আবেদীন বিন ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। অর্থাৎ

www.dawateislami.net

ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মাতার দিক দিয়ে "সিদ্দিকী" আর সম্মানীত পিতার দিক দিয়ে হোসাইনী সৈয়্যদ"।

(তবকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ৮/৩৪২ পৃষ্ঠা। ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৮২ পৃষ্ঠা)

সাহাবা কা গদা হো অর আহলে বাইত কা খাদিম,
ইয়ে সব হে আপ হি কি ইনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ!
মে হো সুন্নী রহো সুন্নী মারো সুন্নী মদীনে মে,
বকীয়ে পাক মে বন জায়ে তুরবত ইয়া রাসূলাল্লাহ!
শাহা! আত্তার পর হার আন রহমত কি নযর রাখনা,
করে দিন রাত ইয়ে সুন্নাত কি খিদমত ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩০-৩৩১-৩৩২ পৃষ্ঠা)

ইমামে জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শান

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাবেয়ী বুযুর্গ, তিনি দুইজন জলিলুল কদর সাহাবায়ে কেরাম হযরত আনাস বিন মালিক ও হযরত সাহল বিন সাদগণের رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে তাঁর শাহজাদা হযরত মূসা কাযিম, ইমামে আযম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, হযরত সুফিয়ান ছাওরী এবং হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনাগণের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ মতো বড় বড় বুযুর্গগণ ফয়েয লাভ করেন। (সেরে এ'লামুন নাবলা, ৬/৪৩৯,৪৩৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ৭টি ঘটনা

(১) মজাদার খেজুর

এক ব্যক্তির বর্ণনা হলো: তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে হজ্ব করার জন্য যাচ্ছিলেন, রাস্তায় আমরা এক জায়গায় খেজুরের শুকনো একটি গাছের নিকট থামলাম, ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আস্তে আস্তে কিছু পাঠ করলেন যা আমি বুঝতে পারিনি, অতঃপর তিনি ঐসব শুকনো গাছগুলোকে বললেন: **আল্লাহ পাক** তোমাদের মধ্যে আমাদের জন্য যা রিযিক সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে আমাদের আহার করাও, ঐসময় আমি দেখলাম: খেজুরের গুচ্ছ তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, তিনি আমাকে বললেন: কাছে আসুন ও بِسۡمِ الله বলে খান, আমি এতো মিষ্টি খেজুর এর পূর্বে কখনো খায়নি। (শাওয়াহিদুন নবুবিয়া, ২৫০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২) পঞ্চাশ হজ্বের দোয়া

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কেমন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন (অর্থাৎ তাঁর দোয়া কবুল হতো) ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আরেকটি কারামত পড়ুন, যেমন- এক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট দোয়ার জন্য আরজ করল: **আল্লাহ পাক** যেন আমাকে এতই সম্পদ দান করে যা দিয়ে আমি অনেকবার হজ্ব করবো, ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দোয়া করলেন: **"হে আল্লাহ পাক!** তাকে অধিক সম্পদ দান করো যাতে তার জীবনে "পঞ্চাশবার হজ্ব" করে। সুতরাং সে এতো সম্পদ পেলো সে পুরো "পঞ্চাশবার হজ্ব" করল, যখন একান্ন বারে হজ্ব করার জন্য "মকামে জুহফা" পৌঁছল তখন গোসলের জন্য (ঝর্ণা ইত্যাদিতে) গেলো পানির প্রবল স্রোত তাকে প্রবাহিত করে নিয়ে গেলো আর সে তাতে ডুবে মারা গেলো। (শাওয়াহিদুন নবিয়া, ২৫০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তুমহারে মুহ ছে জু নিকলি ওহ বাত হো কে রহী
কাহা জু দিন কে শব হে তু রাত হো কে রহি

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩) মৃত পশুকে জীবিত করে দিলো

হযরত সায়্যিদূনা ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মক্কায়ে মুকাররমায় একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে রাস্তায় এক মহিলা নিজের গাভি মারা যাওয়ার কারণে কান্না করছিল, ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: তুমি কি চাও যে, **আল্লাহ পাক** তোমার গাভিটি জীবিত করে দিক? মহিলা আরজ করল: আপনি আমার সাথে এইভাবে মজা করছেন অথচ আমি পূর্বে থেকে অনেক মুসিবতে আছি। ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মহিলাকে বললেন: "আমি আপনার সাথে মজা করছি না" অতঃপর ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দোয়া করলেন: আর ঐ গাভিটির মাথা ও পা ধরে ধাক্কা দিলেন, সেই গাভীটি দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে গেলো।

(শাওয়াহিদুন নবুওয়াত, ২৫০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ফয়যানে জাফর সাদিক!.....জারী থাকবে!
আযমতে ইমাম জাফর!.....মারহাবা! মারহাবা!
বরকতে ইমাম জাফর!.....মারহাবা! মারহাবা!
সদাকতে ইমাম জাফর!.....মারহাবা! মারহাবা!

www.dawateislami.net

শরাফতে ইমাম জাফর!.....মারহাবা! মারহাবা!
সিয়াদতে ইমাম জাফর!.....মারহাবা! মারহাবা!
কারামতে ইমাম জাফর!.....মারহাবা! মারহাবা!
ফয়যানে জাফর সাদিক!.....জারী থাকবে!

হারানো চাদর পেয়ে গেলো

এক ব্যক্তি মক্কায়ে পাকে একটি চাদর ক্রয় করল আর নিয়্যত করল: যে এই চাদর কখনো কাউকে দিবো না, বরং মৃত্যুর পর তাবারুক হিসাবে এটাকে কাফন বানাব, তার বর্ণনা হলো: যখন আরফাতের ময়দান থেকে মুযদালিফায় আসলাম তখন ঐ "চাদরটি" আমার কাছ থেকে হারিয়ে যায়, আমার অনেক কষ্ট হলো। যখন সকালে মুযাদালিফা থেকে মিনা শরীফের দিকে আসলাম তখন মসজিদে খাইফ শরীফে বসে গেলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি যিনি তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কাছ থেকে এসেছিল আমাকে বলতে লাগল: আপনাকে ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ডাকছেন, আমি দ্রুত তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম আর সালাম আরজ করে একপাশে বসে গেলাম, তিনি আমার দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে বললেন: "তুমি কি এটা পছন্দ করো যে, তোমার চাদরটি তুমি পেয়ে যাও যেটা তোমার মৃত্যুর পর তোমার কাফনের কাজে আসবে, সে আরজ করল: "হে নবী

www.dawateislami.net

বংশ! সেটা অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে, পেয়ে যায় তো ভলো কথা? ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর গোলামকে ডাকলেন, সে চাদর নিয়ে আসল, আমি দেখলাম (তো এটা) ঐ চাদরই ছিলো, ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বললেন: "এটা নিয়ে নাও আর **আল্লাহ পাকের** শোকরিয়া আদায় করো। (শাওয়াহিদুন নবুওয়াত, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(৫) জান্নাতে ঘর

"শাওয়াহিদুন নবুওয়াত" কিতাবে রয়েছে: (তাবেয়ী বুযুর্গ) হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খিদমতে এক ব্যক্তি দশ হাজার দিনার (অর্থাৎ দশ হাজার স্বর্ণের মুদ্রা) নিয়ে হাজির হলো ও আরজ করতে লাগল: "হুযুর! আমি হজ্বের উদ্দেশ্য রওনা হচ্ছি, আপনি আমার এই টাকা দিয়ে কোন ঘর ইত্যাদি ক্রয় করে নিন যাতে আমি হজ্ব থেকে ফিরে এসে আমার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে (ওখানে) বসবাস শুরু করবো, অতঃপর হজ্ব থেকে ফিরে এসে ঐ ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরবারে হাজির হলো তখন

ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে বললেন: আমি তোমার জন্য জান্নাতে ঘর ক্রয় করে নিয়েছি, যেটার প্রথম সীমানা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত, দ্বিতীয় সীমানা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ পর্যন্ত, তৃতীয় সীমানা ইমামে হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ পর্যন্ত এবং চতুর্থ সীমানা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে আর এই নাও আমি এটা লিখেও দিয়েছি। এই সুসংবাদ শুনে ঐ ব্যক্তি খুবই খুশি হলো এবং চিঠিটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলো। ঘরে যেতেই ঐ ব্যক্তিটি রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলো, সে অসিয়ত করল: আমার মৃত্যুর পর এই চিঠিটা আমার কবরে রেখে দিবে, পরিবারের লোকেরা দাফন করার সময় ঐ চিঠিটা কবরে রেখে দিলেন, পরেরদিন দেখল; ঐ চিঠিই কবরের উপরে রাখা আছে এবং সেটার পিছনে এটা লিখা ছিলো: "ইমাম জাফর সাদিক যেই ওয়াদা করেছিল সেটা পূরণ হয়ে গেছে" (অর্থাৎ তাঁর জান্নাতে ঘর মিলে গেছে)।

(শাওয়াহিদুন নবুওয়াত, ২৫১ পৃষ্ঠা)

(৬) মাছি কেন সৃষ্টি করা হলো?

হযরত সায়্যিদূনা ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার খলিফা মনছুরের দরবারে বসা ছিলেন তখন মাছি

www.dawateislami.net

বারংবার খলিফার মুখে বসতো খলিফা বিরক্ত হয়ে আরজ করল: হে আবু আব্দুল্লাহ! (এটা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপনাম ছিলো) **আল্লাহ পাক** মাছি কেন সৃষ্টি করলেন? (তিনি খলিফাকে বুঝানোর জন্য) বললেন: যাতে অত্যাচারি ও অহংকারীদেরকে অপদস্ত করেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৩০, নং: ৩৭৯৮)

(৭) বিনয়ের অনন্য উপমা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মহান বংশের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও বিনয়ের অনুপম দৃষ্টান্ত ছিলেন। একবার ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্যতম শিষ্য, অনেক বড় আলিম ও সূফি বুযুর্গ হযরত দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নিকট আরজ করলেন: আহলে বাইতগণের সদস্য হওয়ার ভিত্তিতে **আল্লাহ পাক** আপনাকে যে মর্যাদা দান করেছেন এর ভিত্তিতে আমাকে কিছু উপদেশ দিন। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চুপ রইলেন। দ্বিতীয়বার আরজ করল: "আহলে বাইতগণের সদস্য হওয়ার ভিত্তিতে **আল্লাহ পাক** আপনাকে যেই সম্মান দান করেছেন, সেই দিক দিয়ে উপদেশ প্রদান করা আপনার জন্য জরুরী।" এটা শুনে ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

বললেন: আমি তো স্বয়ং নিজে ভীতসন্ত্রস্ত যে কিয়ামতের দিন আমার নানা (**মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আমার হাত ধরে এটা জিজ্ঞেস না করেন যে, তুমি স্বয়ং আমাকে কেন অনুসরণ করোনি? কেননা মুক্তি লাভ করা বংশের সাথে সম্পৃক্ততার মধ্যে নয় ভলো আমল করার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এটা শুনে হযরত সায়্যিদূনা দাউদ তাঈ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কান্না করা শুরু করলেন এজন্য যে, যার নানাজান হলো **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, যখান তার খোদাভীতির অবস্থা এরকম, তো আমি কোন গণনায় রয়েছি?

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/২১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

করম ছে হাম পর, ইমামে জাফর হে সায়া গুসতার, ইমামে জাফর
হামে হো কিউ কর, আদো কা আব ডর, ইমামে জাফর
সাখা কে পেইকর, ইমামে জাফর গরীব পরওয়ার, ইমামে জাফর
হায়া কে পেইকর, ইমামে জাফর হামারে রাহবার, ইমামে জাফর
তু দূর দিলবর, ইমামে জাফর গম ও আলম কর, ইমামে জাফর

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কিছু মোবারক স্বভাব

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্বভাবের মধ্যে "উত্তম চরিত্র" ছিলো, মোবারক ঠোঁটের মধ্যে মুচকি হাসি সজ্জিত থাকত কিন্তু যখন কোন যিকরে মুস্তফা হতো তখন (যিকরে **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত ও তা'যিমের কারণে) রং হলুদ হয়ে যেতো, কখনোও অযুবিহীন "হাদীসে পাক" বর্ণনা করতেন না, নামায ও তিলাওয়াতের মধ্যে মশগুল থাকতেন বা চুপ থাকতেন, তাঁর কথা-বার্তা "অনর্থক বিষয়" থেকে পবিত্র ছিলো। (শিফা, ২/৪২ পৃষ্ঠা)

তিনটি ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদূনা ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাহিরি ও বাতেনী ইলমের সমাহার ছিলেন, তিনি ইবাদত ও সাধনা এবং মুজাহাদার মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা: আমি অনেক দিন পর্যন্ত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে আসতে থাকি, আমি সর্বদা তাঁকে তিনটি ইবাদতের মধ্য হতে একটিতে মশগুল পেয়েছি, হয়তো তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় পেতাম অথবা তিলাওয়াতে কুরআনে মশগুল পেতাম আর না হয় রোজাদার অবস্থায় পেতাম। (শিফা, ২/৪২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আপনারা পড়লেন তো! অনেক বড় আশিকে রাসূল হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলছেন যে, আমি সব সময় ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ইবাদতের মধ্যে দেখেছি, আমরা একটু আমাদের নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করি যে, আমাদের কতটুকু সময় **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে অতিবাহিত করি আমাদের নামায সমূহের কি অবস্থা? আমরাও কি প্রতিদিন কুরআনে পাক তিলাওয়াত করি? হায়! ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফরয রোযার সাথে সাথে নফল রোযাও রাখতেন আর আমরা কি শুধুমাত্র ফরয রোযা রাখব? হায়! আমাদের বুযুর্গানে কেরামের পদাংক অনুসরণ করা নসীব হয়ে যেতো। **আল্লাহ পাক** তাওফিক দিক ফরযের পাশাপাশি অধিক পরিমাণ নফলও বৃদ্ধি করুন, প্রতিদিন কম্পক্ষে এক পারা তিলাওয়াতের অভ্যাস হয়ে যায় তো কতই সৌভাগ্যের বিষয়, নিশ্চয় ক্ষীর-পুরী ও কুন্ডার ফাতেহা অবশ্যই করুন কিন্তু ক্ষীর-পুরী রান্না করা ও খাওয়ানোই শুধুমাত্র ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করা নয়, সত্যিকারের ভালবাসা হলোঃ আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলি এবং তাঁদের মতো নেকী সমূহের আগ্রহ রাখি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! মাহে রজব, মাহে ইমাম জাফর

সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সুবাস ছড়াচ্ছে। যার পক্ষে সম্ভব হয় এই মাসের মধ্যে খুব বেশি নফল রোযার রাখার চেষ্ট করুন।

সূফি কে?

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে ব্যক্তি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরি অবস্থা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে সে হলো সুন্নাতের উপর আমলকারী আর যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাতেনী অবস্থা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে সে হলো "সূফি"। আর বাতেনী জীবন দ্বারা হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উদ্দেশ্য হলো **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আদর্শ ও আখিরাতকে মূল্যায়ন করা সুতরাং যে ব্যক্তি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আদর্শ দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে এবং যে জিনিস **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গ্রহণ করেছেন সেটাকে গ্রহণ করা, যে জিনিসের মধ্যে আগ্রহ রেখেছেন সেটাতে আগ্রহ রাখা, যেসব জিনিস সমূহ থেকে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেগুলো থেকে বাঁচতে থাকা এবং যেসব কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন সেগুলোর উপর আমল করে নেয়া নিশ্চয় সে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার হয়ে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো আর যে ব্যক্তি **রাসূলে পাক**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রাস্তা হতে সরে গিয়ে নিজের নফসের অনুসরণ করে এবং নিজের পেঠ ও লজ্জাস্থানের বাসনাকে পূরণ করার মধ্যে লিপ্ত রইল, তবে এমন ব্যক্তি সূফি হওয়া থেকে দূরে, মূর্খতার মধ্যে প্রচেষ্টাকারী এবং আগত বিপদজনক অবস্থাদি সম্পর্কে গাফিল। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৫৩ পৃষ্ঠা)

সিদ্‌কে সাদিক কা তাসাদ্দুক সাদিকুল ইসলাম কর,
বে গযব রাযি হু কাযিম অর রযা কে ওয়াস্তে।

শাজারা শরীফের ব্যাখ্যা: এই পংক্তি সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রযবীয়া এর চতুর্থ পংক্তি, এই পংক্তির মধ্যে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ার ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শায়খে তরিকত ইমামে জাফর সাদিক এরপর তাঁর শাহজাদা ইমাম মূসা কাযিম ও এরপর তাঁর শাহজাদা ইমাম আলী রযার ওসিলায় দোয়া করা হয়েছে: **হে আল্লাহ পাক!** তোমাকে ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর "সিদ্দিক" (অর্থাৎ সত্যবাদীতার) ওসিলা আমাকে ঈমানের নিরাপত্তা দান করো, ইমাম মূসা কাযিম ও আলী রযা رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِمَا এর সদকায় আমার উপর শাস্তি ব্যতীত সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শানে সিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম, ইমামে জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর যবানে

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন: আমি তাঁর সম্পর্কে শুধুমাত্র উত্তম কথায় বলতে পারবো কেননা আমি আমার সম্মানীত পিতা হযরত ইমাম বাকের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তিনি হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এবং তিনি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন: মওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এটা ইরশাদ করতে শুনেছি যে; "আবু বকর সিদ্দিকের চেয়ে উত্তম কোন মানুষের উপর আজ পর্যন্ত না সূর্য উদিত হয়েছে এবং না অস্তমিত হয়েছে।" এরপর ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "যদি আমি রেওয়ায়েতের মধ্যে ভুল বর্ণনা করি থাকি তাহলে আমাকে কাল কিয়ামতের দিন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ নসীব না হোক এবং (আমি আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ফযীলত কেন বয়ান করবো না) আমি তো স্বয়ং নিজে কিয়ামতের দিন "সিদ্দিকে আকবর" এর শাফায়াতের প্রত্যাশী।" ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "যে ব্যক্তি

www.dawateislami.net

হযরত শায়খাইনে করীমাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا) এর মর্যাদা সম্পর্কে জানে না সে সুন্নাত সম্পর্কে অনবগত, আমি আহলে বাইতগণের মধ্য হতে কাউকে দেখিনি যিনি এদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে না। আরও বলেন: "নিশ্চয় হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর অন্তর **আল্লাহ পাকের** স্বরণে পরিপূর্ণ ছিল, তাঁর অন্তরে **আল্লাহ পাক** ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। তিনি " لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الله " এর অধিকহারে ওযীফা পাঠ করতেন এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পবিত্র যবানে "اَللهُ اَكۡبَرُ" অব্যাহত থাকত।"

(আর রিয়াযুন নাদরাহ, ১/৫৯,৬৭, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

ঐ ব্যক্তির সাথে আমার কোন সম্পর্কে নেই

এক ব্যক্তি তাঁর কাছে হযরত সিদ্দিকে আকবর ও হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল: তখন তিনি বললেন: তুমি তাঁদের সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছ যারা জান্নাতের ফল খেয়েছে। (সাহর এলামুন নুবালা, ৬/৪৪১, হাদীস নং: ৯৪৮) ঐ ব্যক্তির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর আলোচনা "উত্তমভাবে" করে না। (তারিখুল খুলাফা, ৯৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

নবীর সকল সাহাবী! জান্নাতী জান্নাতী
সকল মহিলা সাহাবীও! জান্নাতী জান্নাতী
নবীর চারজন সাথী! জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকও! জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও! জান্নাতী জান্নাতী
উসমানে গণী! জান্নাতী জান্নাতী
ফাতিমা ও আলী! জান্নাতী জান্নাতী
হাসান ও হোসাইনও! জান্নাতী জান্নাতী
নবীর পিতামাতাও! জান্নাতী জান্নাতী
নবীর সকল বিবি! জান্নাতী জান্নাতী
আর আবু সুফিয়ানও! জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে মুয়াবিয়াও! জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম জাফর সাদিক ও মৃত্যুর স্মরণ

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এতই শান ও মর্যাদার মালিক হওয়ার পরও মৃত্যুকে স্বরণ করতেন। তিনি রাতে কবরস্থানে যেতেন ও বলতেন: হে কবরবাসী! কি খবর আমি তোমাদেরকে ডাকছি তোমরা কোন উত্তর দিচ্ছ না? অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন: আফসোস! আমার ও তোমাদের মাঝে পর্দা হয়ে গেলো। কিন্তু ভবিষ্যতেও তোমাদেরই মতো হতে হবে। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এটাই বলতে

www.dawateislami.net

বলতে সুবহে সাদিক হয়ে যেতো আর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ফযরের নামাযের জন্য মসজিদে যেতেন। (ইহয়াউল উলুম, ৫/২৩৭)

ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হে আদম সন্তান! কোন জিনিস না হওয়ার ব্যাপারে কেন চিন্তাগ্রস্ত হও? এই (চিন্তাগ্রস্ত হওয়া) ঐ (জিনিসটিকে) তোমার কাছে এনে দিবে না এবং কোন বিদ্যমান জিনিসের উপর কেন "অহংকার" করো? মৃত্যু সেটাকে তোমার হাতে ছেড়ে দিবে না। (সিরাতুল জিনান, ৯/৭৪৮)

লাযিম হে হার সুরত ছুড়না গুনাহো কা,
ভাই মউত ছে পেহলে কাশ! তু সুধার জাতা।
গাইর কে তু ফেশন কো ছুড় দে মেরে ভাই,
উন কি সুন্নাতে আপনা কিউ হে দরবদর জাতা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাঁচ ধরনের লোক

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "পাঁচ ধরনের মানুষের সংস্পর্শ অবলম্বন করিও না: (১) অধিক মিথ্যাবাদী ব্যক্তি, কেননা তোমরা তার কাছ থেকে ধোকা খাবে, সে হলো মরীচিকা (বালুকাময় ভূমির ঐ চমক যেটা চাঁদ বা সূর্যের আলো পড়ার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে যেটার

www.dawateislami.net

উপর পানির মতো লাগে অর্থাৎ পানি মতো লাগে) সেটার ন্যায়, সে দূরবর্তীকে তোমার নিকটবর্তী করে দিবে এবং নিকটবর্তীকে দূরবর্তী করে দিবে। (২) নির্বোধ লোক, কেননা তার কাছ থেকে তোমাদের কিছুই অর্জন হবে না, সে তোমাদের উপকার করতে চাইবে কিন্তু ক্ষতি করে বসবে। (৩) কৃপণ ব্যক্তি, কেননা যখন তোমার তাকে বেশি প্রয়োজন হবে তখন সে বন্ধুত্ব শেষ করে দিবে। (৪) কাপুরুষ লোক, কেননা সে বিপদের সময় তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। (৫) ফাসিক, কেননা তোমাকে এক লোকমা বা তার চেয়ে কম দামে বিক্রি করে দিবে, কেউ জিজ্ঞেস করল যে লোকমার চেয়ে কম কি? ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: লোভ করা ও সেটাকে না পাওয়া। (সিরাতুল জিনান, ৪/২৫৮)

ভয়-ভীতি থেকে সুরক্ষিত থাকার উপায়

আলা হযরতের আব্বাজান, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত: যে ব্যক্তি অসহায়ত্বের সময় পাঁচবার "يَارَبَّنَا" বলবে, **আল্লাহ পাক** তাকে ঐ জিনিস থেকে যেটার ভয় রাখে, (সেটা থেকে) নিরাপত্তা দান করবেন এবং যেই জিনিস চাই, দান করবেন। (ফাযায়িলে দোয়া, ৭১ পৃষ্ঠা) "يَارَبَّنَا" এর অর্থ হলো হে আমার প্রতিপালক।

www.dawateislami.net

রজবের কুন্ডা

সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রজব মাসে কিছু জায়গায় হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য পুরীর কুন্ডা ভর্তি করা এটাও জায়িজ কিন্তু এর মধ্যেও ঐ জায়গাতেই খাওয়ার অনেকে শর্ত করে রেখেছে এটাও অনর্থক। এই কুন্ডা সম্পর্কে একটি কিতাবও রয়েছে যেটার নাম "দাস্তানে আজিব", এইক্ষেত্রে কিছু লোক এটাকে পড়িয়ে থাকে এতে যা কিছু লিখা রয়েছে সেগুলোরও কোন প্রমাণ নেই সেগুলো পড়বেন না ফাতেহা করে ইছালে সাওয়াব করে দিন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৩/৬৪৩ পৃষ্ঠা) একইভাবে **"দশ বিবির কাহিনী", "কাঠ-ঠোকরার গল্প"** এবং "জনাবে সায়্যিদার কাহিনী" সবগুলো মনগড়া গল্প সেগুলো না পড়া উচিত, এর পরিবর্তে সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠ করুন (হাদীসে পাক অনুযায়ী) এরদ্বারা দশ খতম কুরআনের সাওয়াব পাওয়া যাবে। এটাও মনে রাখুন যে কুন্ডার মধ্যেই ক্ষীর খাওয়া, খাওয়ানো জরুরী নয় অন্য প্লেটে করে খেতে এবং খাওয়াতে পারবে এবং এগুলো ঘরের বাহিরেও নিয়ে যেতে পারবে। নিশ্চয় নিয়াজ ও ফাতেহার মূল ভিত্তি হলো ইছালে সাওয়াব

www.dawateislami.net

এবং কুন্ডার নিয়াজ ইছালে সাওয়াবের একটি প্রকার। ইছালে সাওয়াব (অর্থাৎ পৌঁছানো) কুরআনে করীম ও হাদীসে মোবারকা থেকে প্রমাণিত, ইছালে সাওয়াব দোয়ার মাধ্যমেও করা যেতে পারে এবং খাবার ইত্যাদি রান্না করে সেটা ফাতেহা দিয়েও করা যায়। এটাকে নাজায়িজ বলা মানে শরীয়াতের উপর অপবাদ দেয়া। নাজায়িজ উক্তিকারী পারা ৭ সূরা মায়িদার আয়াত ৮৭ তে বর্ণনাকৃত **আল্লাহ পাকের** হুকুম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۸۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা হারাম করোনা সেসব বস্তুকে, যেগুলো **আল্লাহ** তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমাতিক্রম করোনা। নিশ্চয় সীমাতিক্রমকারীরা **আল্লাহ পাকের** নিকট পছন্দনীয় নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বাণী

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ অর্থাৎ ঐ জিনিস যেটাকে মুসলমান (আলিম ও মুত্তাকীরা) ভলো মনে করে সেটা **আল্লাহ পাকের** নিকটও ভালো।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ২/১৬, হাদীসঃ ৩৬০০)

www.dawateislami.net

বিপদাপদ দূর হয়

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফাতেহা করুন, (কেননা এটার বরকতে) অনেক (আটকে পড়া) মুসিবত দূরীভূত হয়ে যায়। **(ইসলামী জীবন, ১৩৩ পৃষ্ঠা)**

ক্ষীর তৈরীর পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদূনা ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য মুসলমানদের মধ্যে কুন্ডার প্রচলন রয়েছে, কুন্ডার প্রচলন হওয়ার হিকমতের মধ্যে তো পড়েনি অবশ্যই আমার অভিজ্ঞতা হলো; মাটির হাঁড়ির কুন্ডা সেটাতে পালিশ করা হয়নি, এগুলোতে ছিদ্র থাকে, এতে ক্ষীর তৈরী করলে সেগুলো মজাদার হয়ে থাকে। কিছু রান্নাকারী মাঠির হাঁড়ির ছোট ছোট পিয়ালার মধ্যে ক্ষীর জমিয়ে থাকে, যেগুলোর উপর পালিশ করা হয়না, সেগুলোতে তৈরীকৃত ক্ষীর অনেক Tasty মজাদার হয়ে থাকে। যদি ষ্টীলের প্লেটে জমায় তাহলে সেটার ঐ Tasty (স্বাদ) হয়না যেটা মাঠির হাঁড়ির মধ্যে হয়ে থাকে। **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় দেয়া জিনিস, নিয়াজ এবং ফাতেহা যতই মজাদার জিনিসের হবে সাওয়াবও

www.dawateislami.net

বেশি হবে এবং মুসলমানদের মনে আনন্দ বেশি হবে। কুন্ডা সমূহের নিয়াজ যে শুরু করেছে সে এই জিনিস সমূহ বুঝবে, অতঃপর চলতে চলতে লোক কুন্ডা সমূহের হিকমত ভুলে গেছে আর নাম অবশিষ্ট রয়েগেলো। ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিয়াজ যেকোন হালাল জিনিসের উপর করা যায়। কিছু রান্না করুন, আহার করা ব্যতীত শুধুমাত্র দরূদ শরীফ পাঠ করেও ইছালে সাওয়াব করা যেতে পারে। ইছালে সাওয়াব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদিনার রিসালা "ফাতেহার পদ্ধতি" পড়ে নিন।

রজবের কুন্ডা কোন তারিখ করবে

পুরো রজব মাসে বরং পুরো বছর যখনই চান ইছালে সাওয়াবের জন্য কুন্ডা সমূহের নিয়াজ করতে পারেন, অবশ্যই উপযুক্ত সময় এটা যে ১৫ই "রজব শরীফ" এ "রজবের কুন্ডা" তৈরী করুন কেননা এটা তাঁর ওরসের দিন যেমনটি ফতোওয়ায়ে ফকিহে মিল্লাত ২ খন্ড ২৬৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিয়াজ ১৫ই রজবুল মুরাজ্জব এ করুন কেননা হযরতের ওফাত ১৫ তারিখেই হয়েছে।"

www.dawateislami.net

দিন নির্ধারণ করা

কুমন্ত্রণা: কুলখানি, চল্লিশা, গিয়ারভী, বারভী এবং কুন্ডা ইত্যাদির নামে ইছালে সাওয়াবের দিন কেন নির্ধারণ করা হয়েছে?

কুমন্ত্রণার উত্তর: ইছালে সাওয়াবের জন্য শরীয়াতে কোন দিন বা সময় নির্ধারণ করা জরুরী নয়, অবশ্যই দিন ইত্যাদি নির্ধারণ করার মধ্যে শরয়ীভাবে কোন সমস্যাও নেই, সময় নির্ধারণ করা দুই ধরনের (১) **শরয়ী:** শরীয়াত কোন কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করেছে, যেমন কুরবানী, হজ্ব ইত্যাদি। (২) **উরফী:** শরীয়াতের পক্ষ থেকে সময় নির্ধারণ না হওয়া কিন্তু লোকেরা নিজেদের ও অন্যদের সুবিধা এবং স্মরণ অথবা বিশেষ সুবিধার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, যেমন আজকাল মসজিদ সমূহে জামাআতের জন্য সময় নির্ধারণ করা ইত্যাদি অথচ পূর্বেকার সময়ে জামাআতের জন্য সময় নির্ধারণ করা হতো না যখন নামাযীরা একত্রিত হয়ে যেতো জামআত শুরু করে দেয়া হতো। বরং কিছু কাজের জন্য তো স্বয়ং **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সময় নির্ধারণ করেছেন এমনকি সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ও বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِمۡ থেকেও এমন করাটা প্রমাণিত যেমন: (১) **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ (যুদ্ধের) শহীদগণের رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ

www.dawateislami.net

যিয়ারতের জন্য বছরের শেষ সময় নির্ধারণ করেছিলেন। (২) শনিবার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মসজিদে কুবায় তাশরিফ নেয়া। (৩) ও সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে দ্বীনি পরামর্শ নেয়ার জন্য সকাল ও সন্ধা নির্ধারণ করা। (৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওয়াজ ও দরসের জন্য বৃহস্পতিবার নির্ধারণ করলেন। (৫) আর ওলামাগণ সবক শুরু করার জন্য বুধবার নির্ধারণ করেন।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৮৫,৫৮৬)

ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ৯টি বাণী

(১) **আল্লাহ পাক** তোমাদেরকে (যদি) কোন নিয়ামত দান করেন এবং তোমরা সেটাকে সর্বদা পেতে চাও তাহলে সেটার উপর বেশি থেকে বেশি পরিমাণে কৃতজ্ঞতা আদায় করো। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৫, হাদীস নং: ৩৭৮৩)**

(২) যদি তোমাদের রিযিকের মধ্যে বিলম্ব অনূভব হয় তাহলে অধিকহারে ইসতিগফার (অর্থাৎ اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہ) পাঠ করো।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৫, হাদীস নং: ৩৭৮৩)

(৩) **আল্লাহ পাক** দুনিয়াকে হুকুম দিয়েছেন: হে দুনিয়া! যে আমার ইবাদত করে তুমি তার খিদমত করো আর যে তোমার খিদমত করে তুমি তাকে পিছনে ঘেরোও।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৬, হাদীস নং: ৩৭৮৫)

www.dawateislami.net

(৪) সদকার মাধ্যমে রিযিকের মধ্যে বরকত ও যাকাতের মাধ্যমে সম্পদকে হেফাযত করে নাও।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৭, হাদীস নং: ৩৭৯২)

(৫) **আল্লাহ পাক** সুদকে এইজন্য হারাম করেছেন যাতে লোকেরা কল্যাণ কামনা করা বিরত না থাকে।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৬, হাদীস নং: ৩৭৮৯)

(৬) **আল্লাহ পাক** অনর্থক ব্যয়কারীকে বঞ্চিত করে দেন।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৭, হাদীস নং: ৩৭৯২)

(৭) দ্বীনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করা থেকে বেঁচে থাকো কেননা এটা অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এবং নিফাক (অর্থাৎ মুনাফেকি) সৃষ্টি করে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৩০, হাদীস নং: ৩৭৯৯)

(৮) মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী গরীব হয় না।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৭, হাদীস নং: ৩৭৯২)

(৯) পরহেযগারীর চেয়ে উত্তম কোন সফরের সম্বল নেই, নিরবতার চেয়ে উত্তম কোন জিনিস নেই, মূর্খতার চেয়ে বড় ক্ষতিকারক শত্রু নেই আর মিথ্যা থেকে বড় কোন রোগ নেই। (সিয়ারে ই'লামুন নুবালা, ৬/৪৪৪)

হুব্বে সাদাত এ খোদা দে ওয়াস্তে আহলে বাইত পাক কা ফরিয়াদ হে
আহ! সিবতি মুস্তফা ফরিয়াদ হে হায়ে! ইবনে মুরতাদা ফরিয়াদ হে
বেহরে যয়নব বে হায়ায়ি কা হুযুর খাতিমা হু খাতিমা ফরিয়াদ হে
হাল হে বে হাল শাহে কারবালা আপ কে আত্তার কা ফরিয়াদ হে

www.dawateislami.net

ওফাত শরীফ

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১৫ইং রজবুল মুরাজ্জব ১৪৮ হিজরীতে কোন এক দূর্ভাগা বিষ দিল যেটা তাঁর শাহাদাতে কারণ হয়। তাঁর মাজার শরীফ জান্নাতুল বাকীতে সম্মানীত পিতা হযরত হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পাশে। (শাওয়াহিদুন নবুওয়াত, ২৪৫ পৃষ্ঠা। শরাহ শাজারায়ে কাদেরীয়া, ৫৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাক** হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপর কোটি কোটি রহমত বর্ষণ করুক, আর আমাদেরকে তাঁর খুব বরকত দান করুক। হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিয়াজ খাওয়ার সাথে সাথে নামায ও অন্যান্য নেকীর ব্যবস্থা করুন এবং গুনাহ থেকে বেঁচে নিজেদের আখিরাত সজ্জিতকারী আমল করুন।

করম ছে হাম পর, ইমামে জাফর, হে সায়া গুস্তার, ইমামে জাফর!
হামে হো কিউ কর, ইমামে জাফর, আদো কা আব ডর, ইমামে জাফর!
সাখা কে পেইকর, ইমামে জাফর, গরীব পরওয়ার, ইমাম জাফর!
হায়া কে পেইকর, ইমামে জাফর, হামারে রাহবার, ইমামে জাফর!
তু দূর দিলবর, ইমামে জাফর, গম ও আলম কর, ইমামে জাফর!

www.dawateislami.net

মানকাবাতে ইমামে জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

ইমামে জাফর, মুরাদে আহলে ইয়েকী
সুলুক ও ইশক কি মনযিল হে জিন কে যেরে নগী
আমীরে বযমে শরীয়াত, মুরিদ শাহে নজফ
শাআরে মহর রিসালাত, মাতায়ি ইলম ও ইয়েকী
ওহি হে মরকযি উমায়দে নক্সবন্দ ও ইরাক
হে উন কে ফয়য কে জু ইয়া তামামে আহলে যমি
উনহে কে নুরে বেলায়েত ছে কুফা ও বাগদাদ
ফাক্ব ও ইলম শারফ কে হে তাবেদারে নগী
রশিদ ওয়ারিছ আলিম নাওয়ায কে সদকে
হে সাহেবানে তরিকত কে হাম ভী হালকা নশী

মিল্লাতের পথপ্রদর্শক

মিল্লাত কে রেহনুমা হে, হযরত ইমামে জাফর
সর্দারে আউলিয়া হে হযরত ইমামে জাফর
কিরদার মে ঝলক হে, আনওয়ারে মুস্তফা কি
নুরানী আয়িনা হে হযরত ইমামে জাফর
সিরাত হে উনকী রওশন, আকা কি সুন্নাতো ছে
আল্লাহ কি রিযা হে হযরত ইমাম জাফর
সিনা পসীনা পুঁহঞ্চী, হোসনাইন কি ওয়ারিছাত
ফিরজিন্দে মুরতাদা হে, হযরত ইমামে জাফর
উনকে গুলে আমল ছে, মেহকী হে বযমে তাকওয়া
সুলতানে আসফিয়া হে হযরত ইমামে জাফর
আরবাবে হক কা হাদী, হার এক কদম হে উনকা

www.dawateislami.net

এক জলওয়া হুদা হে হযরত ইমামে জাফর
কওনাইন কি বুলন্দী, হে উনকে নকশে বা মে
মাহবুবে মুস্তফা হে হযরত ইমামে জাফর
উন ছে হুয়ি দুবালা, শাদাত কি তাজাল্লী
এক নাইয়ারে সফা হে হযরত ইমামে জাফর
সিদ্দিক কে করম ছে, উনকা লকব হে সাদিক
ফারুক কি আতা হে হযরত ইমামে জাফর
কুন্ডে কা ইয়ে তাবারুক দিল তাব ওয়াজাঁ ফিযা হে
ঈমান কি যিয়া হে হযরত ইমামে জাফর
হাস্তি কে ফুল সারে, আব তক মেহেক রহে হে
গুলযারে ইত্তেকা হে হযরত ইমামে জাফর
হে উন কে বাগীউ কো, দারীন কা আন্দহিরা
নুরে দিল ওয়াফা হে হযরত ইমামে জাফর
জু কুছ ভী উন ছে মাঙ্গে, হামকো মিলা, ফরিদী
উসমান কি সাখা কি হে হযরত ইমামে জাফর

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখা

الله

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **বলেন:**

যে ইবাদতের উপর অহংকার করে, সে গুনাহগার আর যে গুনাহের উপর লজ্জিত হয় সে হলো (প্রকৃত) অনুগত বান্দা।

করে নাও যা করার

অবশেষে মরতে হবে।

আল মদীনা

আল মক্কা

আল বাক্বী

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৬৫৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net